বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা.....১৮

সীরাতুন নবি ﷺ ২০

মূতা যুদ্ধ থেকে মক্কা-বিজয়: ঘটনাপ্রবাহ ২১

মূতা যুদ্ধ ২১

যুদ্ধের সময়কাল ২১

মূতা যুদ্ধের নেতা নির্ধারণ ২১

মূতা যুদ্ধের বাহিনীকে মদীনাবাসীদের বিদায় ২২

জুমুআর সালাতের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁ পেছনে থেকে যান ২৩

জা'ফর ইবনু আবী তালিব ﵁-এর লড়াই..... ২৪

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁-এর লড়াই ২৫

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﵁-এর নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাঁর প্রচণ্ড রণশক্তি ২৬

এ যুদ্ধে জয় কার? ২৮

জা'ফর ﵁-এর মৃত্যুতে নবি ﷺ-এর দুঃখবোধ ৩১

প্রথম সারির শহীদদের মর্যাদা ৩১

জা'ফর ﵁-এর দু হাতের বদলে তাঁকে জান্নাতে দুটি ডানা দেওয়া হয়েছে ৩১

যাইদ ইবনু হারিসা ﵁ ৩২

তিন সেনাপতির সামষ্টিক মহত্ত্ব ৩২

জা'ফর ﵁-এর পরিবারের দেখাশোনায় নবি ﷺ ৩৪

যাতুস সালাসিল অভিযান ৩৬

অভিযানের সময়কাল ৩৬

এ অভিযানে আবূ বকর ও উমার ﵁ সৈনিক, আর আমর ﵁ সেনাপতি ৩৬

তায়াম্মুম করে সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় ৩৮

নবি ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? ৩৯

মক্কা-বিজয় থেকে তাবূক যুদ্ধ: ঘটনাবলি ৪১

মহা বিজয়ের অভিযান ৪১

কারণ ৪১
সময়কাল ৪৩
মক্কাবাসীদের উদ্দেশে হাতিব ইবনু আবী বালতাআ ﵁-এর চিঠি ৪৪
রাসূল ﷺ অভিযানের লক্ষ্যবস্তু সাহাবিদের কাছে গোপন রাখেন ৪৬
আবূ রুহম গিফারি ﵁-কে মদীনার নেতা নিযুক্তকরণ ৪৬
আবূ সুফ্ইয়ান ইবনুল হারিস ও ইবনু আবী উমাইয়ার ইসলাম-গ্রহণ ৪৭
মার্‌রুয যাহ্‌রান এলাকায় তাঁবু-স্থাপন ও প্রচুর অগ্নি-প্রজ্জ্বলন ৪৯
আবূ সুফ্ইয়ানের ইসলাম-গ্রহণ ও নিরাপত্তা-বিধান ৫০
মক্কায় প্রবেশের সময় নবি ﷺ-এর গায়ের পোশাক ৫৩
সা'দ ইবনু উবাদাহ্ ﵁-এর উক্তি ও তাঁর কাছ থেকে পতাকা প্রত্যাহার ৫৪
মক্কা-বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ কর্তৃক সূরা আল-ফাতহ্ পাঠ ৫৫
মুসলিম-বাহিনীকে প্রতিরোধের ব্যর্থচেষ্টা ৫৬
বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ-এর মক্কা-প্রবেশ ৫৭
বিজয়ের দিন রাসূল ﷺ-এর পতাকা যেখানে স্থাপন করা হয়েছিল ৫৯
বিজয়ের দিন কতিপয় মুশরিকের রক্ত 'মূল্যহীন' ঘোষণা ৬০
মক্কাতে দিনের বেলা কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধের অনুমোদন ৬২
কা'বার চারপাশ থেকে মূর্তি-অপসারণ ৬৩
আনসার সাহাবিদের উক্তি ৬৫
কা'বার ভেতর নবি ﷺ-এর সালাত আদায় ৬৬
আবূ বকর ﵁-এর পিতার ইসলাম-গ্রহণ ৬৭
খুযাআ কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা ৬৮
বিজয়ের দিন নবি ﷺ লোকজনের কাছ থেকে শপথ নেন ৬৯
'মক্কা-বিজয়ের পর কা'বায় আর কখনও যুদ্ধ হবে না' ৭২
কা'বার চাবির ঘটনা ৭৩
মাখযূমি নারী কর্তৃক চুরির ঘটনা ৭৪
মক্কা-বিজয়ের দিন নবি ﷺ-এর ভাষণ ৭৪
মক্কা-বিজয়ের দিন নবি ﷺ-এর সালাত আদায় ৮০

বানূ জুযাইমা গোত্রে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﵁-এর অভিযান ৮৩
বিজয়ের বছর নবি ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানের সময়কাল ৮৪

হুনাইন যুদ্ধ ৮৬

যুদ্ধের সময়কাল ৮৬
যুদ্ধের কারণ ৮৭
সাফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়া থেকে বর্ম ধার নেওয়া প্রসঙ্গ ৮৯
মুসলিমদের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে-আসা এক গোয়েন্দার ঘটনা ৯০
হুনাইনের গনীমাত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ৯১
আকস্মিক আক্রমণ ও পরাজয় ৯২
পরাজয় ৯২
যাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দৃঢ়পদ ছিলেন ৯৪
ফিরে আসার জন্য আনসারদের প্রতি আব্বাস ﵁-এর আহ্বান ৯৭
যুদ্ধের তীব্রতার সময় নবি ﷺ-এর উক্তি ১০০
শত্রুদের মুখে নবি ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপ করেন ১০০
হুনাইনের দিন শত্রুদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার ১০২
হুনাইনের দিন নবি ﷺ-এর দুআ ১০২
রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আবূ সুফ্ইয়ান ইবনুল হারিস ছিলেন দৃঢ়পদ ১০৩
হুনাইনের দিন মুশরিকদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কঠোর নির্দেশ ১০৩
হুনাইন যুদ্ধে নবি ﷺ-এর উৎসাহ-প্রদান ১০৩
আবূ তালহা ﵁ ১০৩
আবূ কাতাদা ﵁ ১০৪
উম্মু সুলাইম ﵂-এর সাহসিকতা ১০৫
হুনাইন থেকে পলায়নকারীদের সঙ্গে আওতাস যুদ্ধ ১০৬
তায়িফ অবরোধ ১০৭
তায়িফ-দুর্গে তির নিক্ষেপের জন্য নবি ﷺ-এর উৎসাহ-প্রদান ১০৭
কয়েকজন দাস নেমে আসায় নবি ﷺ তাদের মুক্ত করে দেন ১০৮
তায়িফ থেকে ফিরে আসার ঘোষণা ১০৮
সাকীফ গোত্রের হিদায়াতের জন্য রাসূল ﷺ-এর দুআ ১০৯
গনীমাত বণ্টন ১০৯
বণ্টন-পদ্ধতি ১০৯

সাফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়াকে গনীমাতের সম্পদ প্রদান ১১০
আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হার্বকে গনীমাতের সম্পদ প্রদান ১১১
এক অভদ্র বেদুইন নবি ﷺ-এর সুসংবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে..... ১১১
ন্যায়বিচার করার জন্য এক মুনাফিকের আহ্বান! ১১২
গনীমাত বণ্টনের পর নবি ﷺ-এর ভাষণ ১১৩
হাওয়াযিনের প্রতিনিধি-দলের ইসলামগ্রহণ ও বন্দিদের ফিরে পাওয়া..... ১১৫
গনীমাত-বণ্টন প্রসঙ্গে আনসারদের উক্তি ও নবি ﷺ-এর ভাষণ ১১৭
এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াদি ১২২
জি'রানা থেকে নবি ﷺ-এর উমরা পালন ১২৩

যাকাত-আদায়কারী ইবনুল লাতবিয়্যা আযদি'র ঘটনা ১২৫

আদি ইবনু হাতিম তাঈ-এর ইসলামগ্রহণ ১২৬

তাবূক যুদ্ধ..... ১২৯

তাবূক কী? ১২৯
সময়কাল ১২৯
গায্ওয়াতুল উস্রা নামে নামকরণের কারণ ১৩০
অভিযানের দিক ও লক্ষ্যবস্তু ঘোষণা ১৩৩
বাহিনীর প্রস্তুতির জন্য দান করার আহ্বান ১৩৪
দানকারীদের সমালোচনায় মুনাফিকদের উক্তি ১৩৬
আবূ মূসা আশআরি ﷺ-এর সঙ্গীদের ঘটনা ১৩৬
মদীনা থেকে নবি ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার সময় ১৩৮
আলি ﷺ নবি ﷺ-কে বিদায় জানান..... ১৩৮
নবি ﷺ-এর নির্দেশে আলি ﷺ মদীনায় থেকে যান..... ১৩৮
মুসলিমদের বাহনে বরকতের জন্য রাসূল ﷺ-এর দুআ ১৩৯
সামূদ জাতির পানি পান করার ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা..... ১৩৯
সামূদের আল-হিজর এলাকায় নবি ﷺ-এর ভাষণ ১৪০
বৃষ্টির জন্য নবি ﷺ-এর দুআ ১৪১
বৃষ্টি-বর্ষণের সময় এক মুনাফিকের উক্তি ১৪২
নবি ﷺ-এর উট হারিয়ে যাওয়ায় মুনাফিক ইবনুল লাসীতের উক্তি ১৪২
খাবারে প্রবৃদ্ধির জন্য নবি ﷺ-এর দুআ ১৪৪

নবি ﷺ ঘূর্ণিবায়ুর আগাম সংবাদ দিয়ে সাহাবিদের সতর্ক করে দেন ১৪৫
তাবূকের ঝর্নায় পানির প্রবৃদ্ধি ১৪৬
সমস্যার কারণে যারা মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন.....১৪৭
আবূ খাইসামার ঘটনা, যিনি পরে বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ১৪৭
দূমাতুল জানদালের শাসক আকীদরের জামার ঘটনা ১৪৮
রাসূল ﷺ-কে দেওয়া পাঁচটি বিশেষ বিষয় ১৪৯
যুল বাজাদাইনের মৃত্যু ও তাঁর কবরে নবি ﷺ-এর অবতরণ ১৫০
রূমের কাইজারের নিকট রাসূল ﷺ-এর দূত প্রেরণ ১৫১
রাসূল ﷺ-এর নিকট আইলা-সম্রাটের প্রতিনিধিদল ১৫৬
তাবূকে অবস্থানের সময়কাল ১৫৭
রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের ব্যাপারে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র..... ১৫৮
আল্লাহর আয়াত, তাঁর রাসূল ও কুরআন-পাঠকদের নিয়ে হাসিতামাশা ১৫৮
রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য মুনাফিকদের চেষ্টা ১৫৯
নবি ﷺ হুযাইফা ﷺ-কে মুনাফিকদের নাম বলে দিয়েছিলেন ১৬১
মদীনা ও উহুদ পাহাড়ের ব্যাপারে নবি ﷺ-এর উক্তি ১৬২
সানিয়াতুল ওয়াদা' এলাকায় নবি ﷺ-এর অভ্যর্থনা.....১৬২
যে তিনজন সাহাবি পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন ১৬২
পেছনে-থেকে-যাওয়া সাহাবিদের ঘটনা থেকে শিক্ষা ১৭১

তাবূক যুদ্ধ থেকে বিদায় হাজ্জ: ঘটনাপ্রবাহ ১৭৮

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন ১৭৮
তাদের আগমনের তারিখ.....১৭৮
তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে যেসব শর্ত পেশ করেছিল ১৭৮
রাসূল ﷺ-এর কাছে উসমান ইবনু আবিল আস ﷺ-এর ইমামত প্রার্থনা ১৭৮
সালাতে শয়তানের উপদ্রব প্রসঙ্গে উসমান ﷺ-এর অনুযোগ ১৭৯
মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর মৃত্যু ১৮০
তার অসুস্থতার সময় নবি ﷺ তাকে দেখতে গিয়েছিলেন ১৮০
তাকে নবি ﷺ-এর জামা দেওয়ার কারণ ১৮১
তার কবরের কাছে নবি ﷺ-এর আগমন.....১৮১
নবি ﷺ কর্তৃক তার জানাযা ও তাতে উমার ﷺ-এর বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা ১৮১
আবূ বকর ﷺ-এর নেতৃত্বে নবম বছরের হাজ্জ ১৮২

আবূ বকর ﵁-কে যে-মাসে পাঠানো হয়েছিল ১৮২
নবি ﷺ আলি ﵁-কে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ১৮৩
বানূ তামীমের প্রতিনিধিদলের আগমন ১৮৬
বানূ আমীর-এর প্রতিনিধিদলের আগমন ১৮৭
রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশে তাদের বক্তব্য ১৮৭
আমির ইবনুত তুফাইল ও তার বাজে উক্তি ১৮৮
বানূ সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে দিমামা ইবনু সা'লাবার আগমন ১৮৯
আবদুল কাইস-এর প্রতিনিধিদল ১৯২
তাদের আগমনের ব্যাপারে নবি ﷺ-এর আগাম সংবাদ ১৯২
জারূদ আব্‌দি'র ইসলামগ্রহণ ও হারিয়ে-যাওয়া প্রাণী সম্পর্কে তার প্রশ্ন ১৯৩
আবদুল কাইসের প্রতিনিধিদলকে নবি ﷺ-এর অভ্যর্থনা ও শিক্ষাদান ১৯৪
আশাজ আবদুল কাইস ও ঈমানের বৈশিষ্ট্য ১৯৭
রাসূল ﷺ যুহরের দু রাকআত সুন্নাত দেরি করে আদায় করলেন ১৯৭
মাসজিদে নববির পর প্রথম জুমুআ অনুষ্ঠিত হলো ১৯৯
রাসূল ﷺ-এর হাতে মৃগী রোগী সুস্থ হয়ে উঠল ১৯৯
বানূ হানীফার প্রতিনিধিদলের আগমন ও মুসাইলিমার সংবাদ ২০০
প্রতিনিধিদলের আগমন ও মুসাইলিমার উদ্দেশে নবি ﷺ-এর বক্তব্য ২০০
মুসাইলিমা ও আসওয়াদ আন্‌সির ব্যাপারে নবি ﷺ-এর স্বপ্ন ২০১
মুসাইলিমার নুবুওয়াত দাবি ও নবি ﷺ-এর কাছে দূতপ্রেরণ ২০১
মুসাইলিমার সঙ্গে আবূ রজা উতারিদি'র যোগদান ২০২
আশআরি প্রতিনিধিদলের আগমন ২০৩
আগমনের সময় কবিতা আবৃত্তি ও রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়ে উল্লসিত ২০৩
তাদের প্রশংসায় নবি ﷺ ২০৩
তাদের সুসংবাদ গ্রহণ ও বানূ তামীমের প্রত্যাখ্যান ২০৪
ঈমানের স্থিতি ইয়ামানে, আর শয়তানের শিং নাজদে ২০৫
মুযাইনার প্রতিনিধিদল ২০৫
দাওসের প্রতিনিধিদল ২০৬
তাদের হিদায়াতের জন্য নবি ﷺ-এর দুআ ২০৬
আবূ হুরায়রা ﵁-এর গোলামের ঘটনা ২০৬
নাজরানের প্রতিনিধিদল ২০৭
আসআছ ইবনু কাইসের সঙ্গে কিন্‌দার প্রতিনিধিদল ২০৮
আসআছ ইবনু কাইসের ছেলের ঘটনা ২০৮

হামাযানের প্রতিনিধিদল ২০৯
ওমান ও বাহরাইনের প্রতিনিধিদল ২০৯
নবি ﷺ-এর কাছে তারিক ইবনু আব্‌দিল্লাহ ও তার সঙ্গীদের আগমন ২১০
বানূ আসাদের প্রতিনিধিদল ২১২
জারীর ইবনু আব্‌দিল্লাহ বাজালি'র আগমন ২১৩
তার আগমনের সময় নবি ﷺ-এর উক্তি ২১৩
তাকে দেখলেই রাসূল ﷺ মুচকি হাসতেন ২১৩
যুল-খালাসা দেবালয় ধ্বংসের উদ্দেশে তার অভিযান ২১৪
তামীম দারি'র আগমন এবং দাজ্জাল ও গোয়েন্দা সম্পর্কে তথ্য প্রদান ২১৫
ইয়ামানবাসীর নিকট রাসূল ﷺ-এর দূতবর্গ ২২০
হামাদানে আলি ও খালিদ ﷺ-কে প্রেরণ ২২০
মুআয ও আবূ মূসা ﷺ-কে ইয়ামানে প্রেরণ ২২১
মুআয ﷺ-কে রাসূল ﷺ-এর উপদেশ ২২৩
আর দেখা হবে না—মর্মে নবি ﷺ-এর আগাম সংবাদ ২২৪

বিদায় হাজ্জ ২২৫

নামকরণের কারণ ২২৫
জাবির ﷺ-এর বর্ণনায় বিদায় হাজ্জ.....২২৫
মদীনা থেকে নবি ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার তারিখ ২৩৩
রওয়ানার আগে মদীনায় চার রাকআত সালাত আদায় ও যুল-হুলাইফায় রাত্রিযাপন ২৩৪
আকীক উপত্যকায় নবি ﷺ-এর সালাত আদায়..... ২৩৫
যুল-হুলাইফা থেকে হাজ্জের তালবিয়া পাঠ ২৩৫
নবি ﷺ-এর সঙ্গে হাজ্জের সময় অন্যরা যেভাবে ইহ্‌রাম গ্রহণ করেছিল ২৩৬
যুল-হুলাইফায় মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকরের জন্ম ২৩৭
সারিফ এলাকায় আয়িশা ﷺ-এর প্রতি নবি ﷺ-এর নির্দেশনা ২৩৭
নবি ﷺ-এর তালবিয়া পাঠ ২৩৮
আলি ও আবূ মূসা ﷺ-এর আগমন ও মক্কায় নবি ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ..... ২৩৯
হাজরে আসওয়াদে চুম্বন ২৪১
সাফা ও মারওয়ায় সাঈ (দ্রুতপায়ে হাঁটা).....২৪২
তারবিয়ার দিন মিনায় নবি ﷺ-এর সালাত আদায় ২৪৪
'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' ২৪৪

আরাফার দিন নবি ﷺ-এর খাবার গ্রহণ ২৪৫
কুরাইশদের জাহিলি রীতির বিপরীতে আরাফায় নবি ﷺ-এর অবস্থান ২৪৫
আরাফায় অবস্থানের জন্য নবি ﷺ-এর নির্দেশ ২৪৬
আরাফার দিন যুহর ও আসরের সালাত একসঙ্গে আদায় ২৪৬
ইহ্‌রাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে যা করতে হবে..... ২৪৬
বিদায় হাজ্জের ভাষণ ২৪৭
আরাফা থেকে মুযদালিফায় যাওয়ার সময় নবি ﷺ-এর গতি ২৫৫
মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একসঙ্গে আদায় ২৫৬
ফাদল ইবনু আব্বাস ও খাসআমি মহিলার ঘটনা ২৫৭
ভিড় হওয়ার আগে প্রস্থানের জন্য সাওদা বিনতু যামআ ﵂-কে অনুমতি প্রদান ২৫৭
ইবনু আব্বাস ﵁ মুযদালিফা থেকে নবি ﷺ-এর জন্য কঙ্কর কুড়িয়ে দিয়েছিলেন ... ২৫৮
যেখান থেকে নবি ﷺ জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন ২৫৯
কুরবানির দিন আমলসমূহের বিন্যাস ২৬০
কুরবানির দিন মাথা-মুণ্ডনকারীদের জন্য নবি ﷺ-এর দুআ.....২৬১
সহজ করার নীতি ২৬২
অসুস্থ সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁-কে নবি ﷺ দেখতে গিয়েছিলেন ২৬৩
হাজ্জের কার্যাবলি শেষে মিনায় নবি ﷺ-এর অবস্থান ২৬৪
বিদায়কালীন তাওয়াফ ২৬৫
মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার জন্য নবি ﷺ-এর ঘোষণা ২৬৫
মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে গাদীরে খুম-এর ঘটনা ২৬৬
ফিলিস্তিনের উদ্দেশে উসামা ﵁-এর নেতৃত্বে বাহিনীর প্রস্তুতি ২৬৮

রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু ২৭১

অসুস্থতার সূচনা ২৭১
বাকী' কবরস্থান যিয়ারত ও মৃতদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ২৭১
উহুদের শহীদদের যিয়ারত ও আট বছর পর (জানাযার) সালাত আদায় ২৭২
অসুস্থতার সময় আয়িশা ﵂-এর ঘরে থাকার অনুমতি প্রার্থনা ২৭৩
ভীষণ অসুস্থতা ২৭৪
ভাষণে নবি ﷺ নিজের মৃত্যু-সংবাদ আগাম জানিয়ে দেন ২৭৬
আবূ বকর ﵁-কে সালাতে ইমামতির নির্দেশ ২৭৮

আবূ বকর ﵁-এর ইমামতির নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আয়িশা ﵂-এর অনুরোধ . ২৮০
অনুরোধের কারণ ২৮১
নবি ﷺ নিজের মৃত্যুর কথা ফাতিমা ﵂-কে জানালেন ২৮১
খাইবারের বিষযুক্ত খাবারের তীব্র প্রতিক্রিয়া ২৮৩
নবি ﷺ জামাআতের সালাতে সর্বশেষ যা পাঠ করেছিলেন ২৮৩
রাসূল ﷺ-এর পর নেতৃত্বগ্রহণ প্রসঙ্গে আব্বাস ও আলি ﵁-এর মধ্যে আলোচনা . ২৮৩
লেখার উপকরণ আনার নির্দেশ ২৮৪
খিলাফাতের জন্য আবূ বকর ﵁ অধিক যোগ্য—মর্মে নবি ﷺ-এর নির্দেশনা ২৮৮
অসুস্থতার সময় নবি ﷺ বসে সালাতে ইমামতি করেছেন ২৯১
মুখের একদিকে ঔষধ দেওয়ার ঘটনা ২৯১
অসুস্থতার তীব্রতা ২৯৩
উসামা ইবনু যাইদ ﵁-এর জন্য নবি ﷺ-এর দুআ ২৯৪
নবি ﷺ-এর শেষ নির্দেশনা ২৯৪
আবূ বকর ﵁-এর ইমামতিতে সাহাবিদের সালাত আদায় ২৯৬
কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২৯৭
দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ ২৯৮
মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মিসওয়াক ৩০০
নবি ﷺ-এর সর্বশেষ মুচকি হাসি ৩০০
মৃত্যুর সময়ক্ষণ ৩০১
নবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর উমার ও আবূ বকর ﵁-এর ভাষণ ৩০২
বানূ সা'ইদা'র দেউড়ির ঘটনা ৩০৪
শপথগ্রহণের আগে ও পরে উমার ও আবূ বকর ﵁-এর ভাষণ ৩১০
আলি ও যুবাইর ﵁-এর আনুগত্যের শপথগ্রহণ ৩১১
নবি ﷺ-এর গোসল ৩১২
কাফনের বিবরণ ৩১৩
জানাযার ধরন ৩১৪
লাহ্‌দ পদ্ধতির কবরে নবি ﷺ-এর দাফন ৩১৬
দাফনের স্থান ৩১৭
দাফন-কাজের দায়িত্বে যারা ছিলেন ৩১৮
রাসূল ﷺ-এর কবরে যা বিছানো হয়েছিল ৩১৮

দাফনের সময়ক্ষণ ৩১৯
সর্বশেষ যে-ব্যক্তি নবি ﷺ-কে দেখেছেন ৩১৯
আনাস ﷺ-কে লক্ষ্য করে ফাতিমা ﷺ-এর উক্তি ৩২০
সাহাবিদের উপর নবি ﷺ-এর মৃত্যুর প্রভাব ৩২০
মৃত্যুর সময় নবি ﷺ-এর বয়স ৩২১
নবি ﷺ-এর উত্তরাধিকার ৩২২

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে আমরা সংকল্প করেছিলাম যে, মুহাদ্দিস ইবরাহীম আলি কর্তৃক সংকলিত *'সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ্'* নামক গ্রন্থটিকে আমরা বাংলা অনুবাদে চার খণ্ডে প্রকাশ করব। মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে আল্লাহ আমাদের এ কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন, আল-হামদু লিল্লাহ!

দেড় সহস্রাব্দি জুড়ে রচিত অসংখ্য সীরাত গ্রন্থের মধ্যে মুহাদ্দিস ইবরাহীম আলি কর্তৃক সংকলিত *'সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ্'* গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে লেখকের নিজের বিবরণীতে সীরাত পেশ করা হয়নি; বরং সীরাতের বিবরণী সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে একের পর এক উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক থেকে এটি মূলত একটি বিশুদ্ধ হাদীস-সংকলন মাত্র।

লেখকের নিজস্ব বিবরণীতে সীরাত পেশ না করে, প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবিদের ভাষ্য হুবহু তুলে ধরায়, একদিকে ঘটনাবলি হয়ে উঠেছে আশ্চর্য রকমের জীবন্ত, অপরদিকে পাঠকবর্গও হতে পারছেন নিঃসংশয়; কারণ, লেখক নিজে থেকে ধারাভাষ্য দিলে, নবি ﷺ ও সাহাবিদের বক্তব্য হুবহু এমন ছিল কি না—এ নিয়ে পাঠকের মনে একটি সংশয় থেকেই যায়।

পেছনে ঘটে-যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রে প্রামাণিকতা জরুরি। ঐতিহাসিক সকল ঘটনার ক্ষেত্রে এ নীতিটি সমানভাবে কার্যকর হলেও, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেতিহাসের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য; কারণ, আল্লাহ ও পরকাল-প্রত্যাশী লোকদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনই হলো সর্বোত্তম আদর্শ; আর অনুকরণীয় আদর্শের উৎস হওয়া চাই শক্তিশালী, প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নবি ﷺ-এর জন্ম থেকে হিজরত, দ্বিতীয় খণ্ডে হিজরত থেকে খন্দক এবং তৃতীয় খণ্ডে খন্দক থেকে মূতা যুদ্ধ পর্যন্ত সময়কার ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে—মূতা যুদ্ধ, যাতুস সালাসিল অভিযান, মক্কা-বিজয়ের অভিযান, হাতিব ইবনু আবী বালতাআ ﷺ-এর চিঠি, কা'বার চারপাশ থেকে মূর্তি-অপসারণ, মক্কা-বিজয়ের দিন নবি ﷺ-এর ভাষণ, হুনাইন যুদ্ধ, তায়িফ অবরোধ, আদি ইবনু হাতিম তাঈ ﷺ-এর ইসলামগ্রহণ, তাবূক

যুদ্ধ, সামূদের আল-হিজর এলাকায় নবি ﷺ-এর ভাষণ, রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য মুনাফিকদের চেষ্টা, যে-তিনজন সাহাবি পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা, বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন, আবূ বকর ﷺ-এর নেতৃত্বে নবম বছরের হাজ্জ, তামীম দারি'র আগমন এবং দাজ্জাল ও গোয়েন্দা সম্পর্কে তথ্য প্রদান, বিদায় হাজ্জের বিবরণ, নবি ﷺ-এর ইন্তেকাল, নবি ﷺ-এর মৃত্যুর পর উমার ও আবূ বকর ﷺ-এর ভাষণ, বানূ সা'ইদা'র দেউড়ির ঘটনা, ও নবি ﷺ-এর উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সীরাত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের পথচলার আলোকবর্তিকা! আমীন!

জিয়াউর রহমান মুন্সী
১০ রবীউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি/ ৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
jiarht@gmail.com

মূতা যুদ্ধ থেকে মক্কা-বিজয়: ঘটনাপ্রবাহ

মূতা যুদ্ধ

যুদ্ধের সময়কাল

ইবনু ইসহাক বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﵁-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মূতা যুদ্ধের উদ্দেশে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন (হিজরতের) অষ্টম বছর জুমাদাল উলা মাসে।'[১]

হাফিজ ইবনু হাজার *ফাতহুল বারী* গ্রন্থে বলেন, 'আবুল আসওয়াদের মাগাযী গ্রন্থে উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে—আল্লাহর রাসূল ﷺ মূতা যুদ্ধের উদ্দেশে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন অষ্টম বছর জুমাদা (আল-উলা) মাসে। ইবনু ইসহাক, মূসা ইবনু উকবা ও অন্যান্য মাগাযী-বিশেষজ্ঞগণও একই কথা বলেছেন। এ নিয়ে তাদের কারও কোনও ভিন্ন মত নেই; তবে খলীফা তার ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সেটি সংঘটিত হয়েছিল সপ্তম বছর।'[২]

মূতা যুদ্ধের নেতা নির্ধারণ

[৬৩৫] ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মূতা যুদ্ধে যাইদ ইবনু হারিসা ﵁-কে নেতা নিযুক্ত করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"যাইদ নিহত হলে জা'ফর, আর জা'ফর নিহত হলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (নেতৃত্ব দেবে)।" '

আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, 'ওই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমি ছিলাম তাদের একজন। যুদ্ধ শেষে আমরা জা'ফর ইবনু আবী তালিব ﵁-এর খোঁজে নামি। একপর্যায়ে আমরা তাকে নিহত লোকদের মধ্যে খুঁজে পাই। তার দেহে আমরা নব্বইটিরও বেশি

---

[১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৩৭৩; ইবনু হিশামের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ, ৩/৪৫৫; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/৩৮১; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৪/৩৫৯।

[২] ফাতহুল বারী, ৭/৫১১।

মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন দেখেছি।'[১]

মূতা যুদ্ধের বাহিনীকে মদীনাবাসীদের বিদায়

[৬৩৬] একটি মুরসাল বর্ণনায় উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মূতা যুদ্ধের উদ্দেশে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করেন (হিজরতের) অষ্টম বছর জুমাদাল উলা মাসে। যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ-কে তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করে নবি ﷺ বলেন:

إِنْ أُصِيْبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَى النَّاسِ فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"যাইদ নিহত হলে জা'ফর ইবনু আবী তালিব বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে, তারপর জা'ফর নিহত হলে বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।"

এরপর লোকজন সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন হাজার। তাদের বেরিয়ে পড়ার সময় ঘনিয়ে এলে, লোকজন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিযুক্ত নেতাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানান। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিযুক্ত নেতাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-কে বিদায় জানানো হলে তিনি কেঁদে ফেলেন। লোকজন জানতে চান, "ইবনু রাওয়াহা! আপনার কান্নার কারণ কী?" জবাবে তিনি বলেন,

"ওহে লোকজন! শপথ আল্লাহর! কোনও রকমের দুনিয়া-প্রীতি ও তোমাদের সঙ্গে আমার অত্যধিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দরুন আমি কাঁদছি না; বরং আমার কান্নার কারণ হলো—আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তাআলার গ্রন্থ থেকে একটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি, যেখানে জাহান্নামের কথা উল্লেখ আছে:

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নাম অতিক্রম করবে না। এ তো একটা সুনির্ধারিত ব্যাপার, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব। তারপর যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল তাদের আমি বাঁচিয়ে নেব এবং জালিমদেরকে তার মধ্য

---

[১] বুখারি, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: মূতা যুদ্ধ, হাদীস নং ৪২৬১। নেতা-নিযুক্তির বিষয়টি বেশ কয়েকজন সাহাবির বর্ণনায় এসেছে। সেসবের মধ্যে ইবনু আব্বাস ﷺ-এর বর্ণনাটি এসেছে আল-মুসনাদ গ্রন্থে (১/২৫৬/৩০৪); শাইখ সাআতি আল-ফাতহুর রব্বানি গ্রন্থে বলেন, 'এর সনদে কোনও সমস্যা নেই।' আনাস ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে হাইসামি মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে (৬/১৫৬) বলেন, 'এটি আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন; এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।' আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া, ১/১১৭–১১৮; হাকিম, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক, ৩/২১২; ইবনু সা'দ, ৪/১/২৬। একটু পরে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিবরণীতে কয়েকটি হাদীসে নেতা-নিযুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করা হবে।

নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেবো।" (সূরা মারইয়াম ১৯:৭১–৭২)

আমি জানি না, ওখানে যাওয়ার পর বের হব কীভাবে!"

মুসলিমগণ বলেন, "আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে থাকুন, আপনাদের সুরক্ষা দিন এবং সহি-সালামতে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন!" তখন আবদুল্লাহ ইবনু আবী রাওয়াহা ﵁ বলেন:

لٰكِنِّيْ أَسْـأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِـرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا
أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانٍ مُجْهِزَةً بِحِرْبَةٍ تَنْفُـذُ الْأَحْشَـاءَ وَالْكَبِدَا
حَتّٰى يُقَالَ إِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِيْ أَرْشَدَهُ اللهُ مَنْ غَازَ وَقَدْ رَشَدَا

"কিন্তু দয়াময়ের কাছে আমি চাই ক্ষমা
ও প্রশস্ত আঘাত, যা থেকে হবে প্রচুর রক্তক্ষরণ;
কিংবা উৎসাহী যোদ্ধার দুহাতে ছোড়া বর্শার মারাত্মক আঘাত
যা ভেদ করে যাবে নাড়িভুঁড়ি ও কলিজা;
যেন আমার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা বলে
'আল্লাহ তাকে পথের দিশা দিন! সে ছিল যোদ্ধা ও সঠিক পথপ্রাপ্ত।"[১]

জুমুআর সালাতের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁ পেছনে থেকে যান

[৬৩৭] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনু রাওয়াহা ﵁-কে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। সেটি ছিল জুমুআ'র দিন। ইবনু রাওয়াহা তাঁর সঙ্গীদেরকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, "আমি পেছনে থাকছি—নবি ﷺ-এর সঙ্গে জুমুআ'র সালাত আদায় করে তাদের সঙ্গে যোগ দেবো।" এরপর তাকে দেখতে পেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ

"তুমি তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে সকালে রওয়ানা দাওনি কেন?"

তিনি বলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা—আপনার সঙ্গে জুমুআ'র সালাত আদায় করব!" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِيْ الْأَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ غُدْوَتَهُمْ

"তারা সকালে রওয়ানা দিয়ে যা অর্জন করেছে, তুমি দুনিয়ার সবকিছু দান করে তা

---

[১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ্, বাইহাকি, দালাইল, ৪/৩৫৮–৩৬০; তাবারি, তারীখ, ৩/১০৭, ২/৩৭৩–৩৭৪। এটি উরওয়া'র মুরসাল বর্ণনা। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১৫৭–১৫৮) বলেন, 'এটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন; উরওয়া পর্যন্ত এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।' পরের হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে।

অর্জন করতে পারবে না!" '[১]

জা'ফর ইবনু আবী তালিব ﷺ-এর লড়াই

[৬৩৮] আব্বাদ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার পালক-পিতা—যার কাছে আমি লালিত-পালিত হয়েছি—আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন বানূ মুর্‌রা ইবনি আউফ গোত্রের একজন। তিনি মূতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "শপথ আল্লাহর! আমার চোখে এখনও ভাসছে—জা'ফর ﷺ তার বাদামি রঙের ঘোড়া থেকে নেমে এর পা কেটে দেন। এরপর লড়াই করতে করতে নিহত হন। লড়াই চলাকালে তিনি আবৃত্তি করছিলেন—

يَا حَبَّذَا الْجَنَّـةُ وَاقْـتِـرَابُهَا طَيِّبَةً وَبَارِداً شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمُ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةً بَعِيْدَةً أَنْسَابُهَا

عَلَيَّ إِذْ لاَقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

স্বাগতম! জান্নাত অতি সন্নিকটে এর পানীয় বড় সুমিষ্ট ও শীতল

রোমানদের শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে এদের তো বংশ-পরিচয়ই অস্পষ্ট

মুখোমুখি হলে এদের উপর আঘাত হানাই আমার কাজ।" '[২]

---

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২৫৬, আহমাদ শাকির কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণে হাদীস নং ২৩১৭। শাইখ সাআতি (১৪/১৬) বলেন, 'ইমাম আহমাদ ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেছেন মর্মে আমার জানা নেই, তবে তাঁর সনদে কোনও সমস্যা নেই।' আমি বলি, তিরমিযিও এটি বর্ণনা করেছেন, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: জুমুআর দিন সফর-সংক্রান্ত বর্ণনা, হাদীস নং ৫২৭। তিরমিযি বলেন, 'এটি গরীব হাদীস, এটি ছাড়া এ হাদীসের আর কোনও সনদ আছে বলে আমার জানা নেই।' ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৪/৫১২; এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মিকসামের বরাতে ইবনু আব্বাস থেকে হাকাম যেসব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, এটি সেসবের মধ্যে পড়ে না।' শাইখ আহমাদ শাকির বলেন, 'বাইহাকি আস-সুনান গ্রন্থে (৩/১৮৭) এটি হাসান ইবনু আইয়াশের বরাতে হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করার পর বলেন—এটি হাজ্জাজ ইবনু আরতাআ থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামা ও আবূ মুআবিয়াও বর্ণনা করেছেন; অবশ্য হাজ্জাজ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।' জাইয়িদ সনদে বর্ণিত একটি বিবরণী থেকে এর সমর্থন মেলে, যা থেকে প্রমাণিত হয় হাজ্জাজের বর্ণনা এবং মিকসাম থেকে হাকামের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইবনু আব্‌দিল হাকাম ফুতূহু মিসর গ্রন্থে (পৃ. ২৯৮) ইবনু লুহাইআর মাধ্যমে যাবান ইবনু ফাইদ, সাহল ইবনু মুআয ও তার পিতা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবিদের যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন; কিন্তু একব্যক্তি পেছনে থেকে-গিয়ে নিজেদের পরিবারকে বলে—আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার উদ্দেশে কিছু সময়ের জন্য আমি পেছনে রয়ে গিয়েছি ...।' এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটির মতো একটি বিবরণী পেশ করেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখকৃত হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে।

[২] ইবনু ইসহাকের সূত্রে ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৩৭৮; সনদটি নির্ভরযোগ্য; ইবনু ইসহাক 'হাদ্দাসা' শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: যুদ্ধে বাহনের

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ-এর লড়াই

[৬৩৯] পূর্বোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে, বানূ মুর্‌রা ইবনু আউফ গোত্রের একজন বলেন, '... জা'ফর ﷺ নিহত হওয়ার পর, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ পতাকা হাতে নেন। এরপর তিনি তার ঘোড়ায় চড়ে সামনে বাড়েন। তার মন এগোতে চাচ্ছিল না, কিন্তু তিনি মনকে বাধ্য করে এগিয়ে যান এবং আবৃত্তি করেন—

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ لَتَنْزِلَنْ أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ
إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوْا الرَّنَّهْ مَالِيْ أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّهْ
قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّهً هَلْ أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِيْ شَنَّهْ

আমি শপথ করে বলছি, ওহে আমার প্রাণ! তোমাকে যুদ্ধে যেতেই হবে,
তুমি স্বেচ্ছায় লড়াই করবে, নতুবা তোমাকে লড়াইয়ে বাধ্য করা হবে।
লোকজন যতই চিৎকার ও হইচই করছে,
আমি দেখছি, জান্নাতের প্রতি তোমার অনীহা দেখা দিচ্ছে!
দীর্ঘদিন তুমি প্রশান্ত জীবনযাপন করেছ,
অথচ তুমি তো জীর্ণ বস্ত্রে এক ফোঁটা পানি ছাড়া কিছুই নও।

তিনি আরও বলেন—

يَا نَفْسُ إِلاَّ تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ هٰذَا حِيَاضُ الْمَوْتِ قَدْ صُلِيْتِ
وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ إِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

ওহে প্রাণ! তুমি যুদ্ধে নিহত না হলেও, (একদিন) মারা যাবে,
মৃত্যুর এ পরিণতি তোমাকে ভোগ করতেই হবে।
তুমি যা একান্তভাবে কামনা করতে, তা তোমাকে দেওয়া হয়েছে;
এ দু জনের অনুসরণ করলেই তুমি সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

'দু জন' মানে যাইদ ও জা'ফর ﷺ। এরপর তিনি বাহন থেকে নামেন। এমন সময় তার চাচাতো ভাই একটি হাড়-সহ মাংস এনে বলেন, "একটু খেয়ে নিন, আপনি আজ বড় দুর্দিনের মোকাবিলা করছেন।" তিনি সেটি হাতে নিয়ে একটু মুখে দেন। এরপর

পা কাটা প্রসঙ্গ, হাদীস নং ২৫৭৩ (তবে সেখানে কবিতার উল্লেখ নেই), তিনি বলেন, 'এ হাদীসটি শক্তিশালী নয়। তাবারি, তারীখ, ৩/১০৮–১০৯; বাইহাকি, দালাইল, ৪/৩৬৩। আমার মত হলো, এ হাদীসকে হাসান আখ্যায়িত করে হাফিজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৭/৫১১) বলেন, 'এর ইসনাদটি হাসান।' হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১৫৯–১৬০) বলেন, 'হাদীসটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।' এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করে, মুখতাসারু সুনানি আবী দাউদ গ্রন্থের টীকায় (৩/৩৯৭) আহমাদ শাকির বলেন, 'ইসনাদটি সহীহ; তাতে কোনও সমস্যা নেই।' এসব দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি হাসান, যে-সাহাবি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে তথ্য না থাকায় এর কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

লোকদের একাংশের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ কানে আসলে, তিনি (নিজেকে) বলে ওঠেন, "তুমি এখনও বেঁচে আছো!" এরপর সেটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে, নিজের তরবারি নিয়ে এগিয়ে যান এবং লড়াই করে নিহত হন।'[১]

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ-এর নেতৃত্ব গ্রহণ ও তাঁর প্রচণ্ড রণশক্তি

[৬৪০] পূর্বোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে, '... এরপর বানুল আজলানের মিত্র সাবিত ইবনু আকরাম ﷺ ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বলেন, "ওহে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনকে কেন্দ্র করে তোমরা জড়ো হও!" তারা বলেন, "আমরা আপনাকে কেন্দ্র করে জড়ো হতে চাই।" তিনি বলেন, "আমি এ কাজের লোক নই।" তখন লোকজন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ-কে কেন্দ্র করে জড়ো হন। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে খালিদ ﷺ মুসলিমদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। এরপর তিনি শত্রুবাহিনী থেকে সরে পড়েন, আর শত্রুবাহিনীও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। পরিশেষে তিনি মুসলিমদের নিয়ে চলে আসেন।'[২]

[৬৪১] খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছে। শেষে আমার হাতে বাকি ছিল কেবল একটি ইয়ামানি তরবারি।'[৩]

[৬৪২] আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কমান্ডারদের বাহিনী পাঠানোর সময় বলেন,

عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ أُصِيْبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ

"তোমরা যাইদ ইবনু হারিসা'র আনুগত্য করবে, যাইদ আক্রান্ত হলে জা'ফরের আনুগত্য করবে, আর জা'ফর আক্রান্ত হলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আনসারির আনুগত্য করবে।"

তখন জা'ফর ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন, "হে আল্লাহর নবি! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি যাইদকে আমার নেতা নিযুক্ত করবেন, সেটি আমার ধারণা ছিল না।" নবি ﷺ বলেন,

---

[১] ৬৩৮ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[২] তথ্যসূত্রের জন্য ৬৩৮ নং হাদীসের টীকা দেখুন। ইবনু শিহাব যুহ্‌রির মুরসাল বর্ণনাতেও অনুরূপ বিবরণ এসেছে। সেটি তাবারানি বর্ণনা করেছেন। ইবনু শিহাব পর্যন্ত বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। দেখুন,হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১৬০।

[৩] বুখারি, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ, মূতা যুদ্ধ, হাদীস নং ৪২৬৫, ৪২৬৬; আহমাদ, ফাদাইল, ১৪৭৫; বাইহাকি, দালাইল, ৪/৩৭৩; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৩৮০২; ইবনু সা'দ, ৪/২৫৩, ৭/৩৯৫; হাকিম, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক, ৩/৪২।

اُمْضُوْا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ أَيُّ ذٰلِكَ خَيْرٌ

"(অভিযানে) বেরিয়ে পড়ো! তুমি জানো না, কোনটি উত্তম।"

এরপর বাহিনী অভিযানে চলে যায়। আল্লাহর মর্জিমতো কিছু সময় যাওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ মিম্বারে উঠে সালাত-প্রস্তুতির ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

نَابَ خَبَرٌ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هٰذَا الْغَازِيْ إِنَّهُمْ اِنْطَلَقُوْا حَتّٰى لَقُوْا الْعَدُوَّ فَأُصِيْبَ زَيْدٌ شَهِيْداً فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ

"একটি দুঃসংবাদ এসেছে! আমি কি তোমাদের এ যুদ্ধরত বাহিনী সম্পর্কে তথ্য দেবো না? তারা গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে। একপর্যায়ে যাইদ শহীদ হয়ে গিয়েছে। তোমরা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো।"

তখন লোকজন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتّٰى قُتِلَ شَهِيْداً اِشْهَدُوْا لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ ابْنِ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتّٰى أُصِيْبَ شَهِيْداً فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ

"তারপর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে জা'ফর ইবনু আবী তালিব। সে শত্রুবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। একপর্যায়ে সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে। তার শহীদ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী থেকো আর তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এরপর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। সে দৃঢ়পদ ছিল। একপর্যায়ে সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে। তোমরা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তারপর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। তাকে কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়নি, সে নিজেই কমান্ডারের দায়িত্ব হাতে নিয়েছে।"

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের দুটি আঙুল উঁচু করে বলেন,

اَللّٰهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ فَانْصُرْهُ/فَانْتَصِرْ بِهِ

"হে আল্লাহ! তোমার তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি হলো সে, তুমি তাকে সাহায্য করো/তার মাধ্যমে বিজয় দাও।"

সেদিন (থেকে) খালিদের নাম হয়ে যায় 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি)। এরপর নবি ﷺ বলেন,

اِنْفِرُوْا فَأَمِدُّوْا إِخْوَانَكُمْ وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ

"তোমরা বেরিয়ে পড়ো! তোমাদের ভাইদের সাহায্য করো! একজনও যেন পেছনে পড়ে না থাকে!"

এ নির্দেশ পেয়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে লোকজন বেরিয়ে পড়ে; কেউ পায়ে-হেঁটে, আর কেউ সওয়ারির উপর আরোহণ করে।'[১]

এ যুদ্ধে জয় কার?

মাগাযী ও সিয়ার-বিশেষজ্ঞগণ যেভাবে মূতা যুদ্ধ ও মুসলিম বাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মুসলিম বাহিনী কি জয়ী হয়েছে নাকি পরাজয় বরণ করেছে—এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। সেসব মতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেছে। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন মূসা ইবনু উকবা, ওয়াকিদি ও যুহ্‌রি। বাইহাকি ও ইবনু কাসীর তার সীরাত গ্রন্থে এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. তিনজন কমান্ডারের শাহাদাত বরণের মধ্য দিয়ে, মুসলিম বাহিনী তাদের জানা-ইতিহাসে সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। যারা এ মত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু সা'দ (আত-তাবাকাত, ২/১৩০)।

৩. প্রত্যেক বাহিনী অপর বাহিনীর কাছ থেকে সরে গিয়েছে। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু ইসহাক। তিনি তার সীরাত-গ্রন্থে এ মত দিয়েছেন, আর ইবনুল কাইয়িম তার যাদুল মাআদ গ্রন্থে এ মতকে সমর্থন দিয়েছেন।

এসবের মধ্যে আমি প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, অর্থাৎ মূতা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেছে। কারণ, আনাস ইবনু মালিক ও আউফ ইবনু মালিক আশ্‌জায়ি ﷺ থেকে বর্ণিত দুটি হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীস দুটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

[৬৪৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, 'যাইদ, জা'ফর ও ইবনু রাওয়াহা ﷺ-এর সংবাদ আসার আগেই, নবি ﷺ তাদের মৃত্যুসংবাদ লোকদের সামনে ঘোষণা করে বলেন,

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ حَتّٰى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ

---

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৯১, ৩০০, ৩০১; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, দ্রষ্টব্য: তুহ্‌ফাতুল আশরাফ, হাদীস নং ১২০৯৫, ৯/২৪৭; বাইহাকি, ইবনু কাসীরের ইতিহাসগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমার মতে, হাদীসটি সহীহ, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। খালিদ যে বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেটি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে, দেখুন: বুখারি, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: মূতা যুদ্ধ, হাদীস নং ৪২৬২; নাসাঈ, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা, ৪/২৬, তবে সেখানে খালিদ ও তার নেতৃত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরের বর্ণনায়ও সেটি আছে, যা সামনের দিকে 'জা'ফরের পরিবারের দেখাশোনায় নবি ﷺ' শিরোনামে উল্লেখ করা হবে।

"যাইদ ঝাণ্ডা হাতে নিলো, এরপর আক্রান্ত হলো। তার পর ঝাণ্ডা নিলো জা'ফর, সেও আক্রান্ত হলো। তার পর নিলো ইবনু রাওয়াহা, সেও আক্রান্ত হলো।[১] পরিশেষে ঝাণ্ডা নিলো আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে এক তরবারি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের বিজয় দান করলেন।" '[২]

(আমাদের মতের) সমর্থনে রয়েছে নবি ﷺ-এর এ কথাটি, "শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের বিজয় দান করলেন।" এ থেকে বোঝা যায়, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ ও ঝাণ্ডা হাতে নেওয়ার পর, (আল্লাহর) সাহায্য ও বিজয় মুসলিমদের অনুকূলে চলে আসে। আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ﷺ-এর হাদীসে(ও) এসব শব্দ রয়েছে, যা ৬৫০ নং হাদীসে উল্লেখ করা হবে।

[৬৪৪] আউফ ইবনু মালিক আশ্‌জায়ি ﷺ বলেন, 'মূতা যুদ্ধে মুসলিমদের যে দলটি যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম তাদের একজন। আমার সঙ্গে ছিল ইয়ামান-থেকে-আসা বাড়তি সেনাদলের একজন। তার সঙ্গে তরবারি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মুসলিমদের কোনও একজন একটি উট জবাই করলে, সে তার কাছ থেকে একটি ঢাল-পরিমাণ চামড়া চেয়ে নেয়। তারপর সেটিকে শুকিয়ে একটি ঢালের মতো বানিয়ে নেয়।

তারপর একপর্যায়ে আমরা রোমান ও আরবদের সমন্বয়ে গঠিত শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হই। তাদের একজন ছিল বাদামি রঙের ঘোড়ার উপর সওয়ার। ঘোড়ার উপর ছিল স্বর্ণের একটি পর্যাণ। তার হাতিয়ারটিও ছিল সোনা-দিয়ে-মোড়ানো। রোমান যোদ্ধাটি মুসলিমদের উত্যক্ত করতে শুরু করে। ইয়ামান-থেকে-আসা মুসলিম সৈনিকটি একটি বড় শিলাখণ্ডের আড়ালে তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তার পাশ দিয়ে রোমান সৈনিকটি যাওয়ার সময়, সে তার ঘোড়ার হাঁটুর পেছনের অংশের তন্তু কেটে দেয়। ফলে ঘোড়াটি পড়ে যায় এবং সে গিয়ে তাকে আঘাত করে হত্যা করে। এরপর সে তার ঘোড়া ও অস্ত্র হস্তগত করে।

আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করার পর, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ তার কাছে লোক পাঠিয়ে তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একাংশ নিয়ে যান। তখন আমি গিয়ে বলি, "খালিদ! আপনি কি জানেন না, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ফায়সালা হলো—শত্রুকে যে

---

[১] তখন নবি ﷺ-এর দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।

[২] বুখারি, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: মূতা যুদ্ধ, হাদীস নং ৪২৬২, আরও দেখুন: ১২৪৬, ২৭৯৮, ৩০৬৩, ৩৬৩০, ৩৭৩৭; বাইহাকি, অধ্যায়: জানাযা, ৪/৭০; আবূ নুআইম, দালাইল, ৪৫৮; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/১১৩, ১১৭–১১৮; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১১/৩, হাদীস নং ২৬৬৭; নাসাঈ, আস-সুনান, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা, ৪/২৬। নাসাঈ'র বর্ণনায় শেষের বাক্যটি উল্লেখ করা হয়নি।

হত্যা করবে, সে তার সম্পদের অধিকারী হবে?" খালিদ ﷺ বলেন, "জানব না কেন? কিন্তু তার ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, আমি তাকে অনেক সম্পদ দিয়েছি (তাই, তার কাছ থেকে কিছু অংশ নিয়ে নিয়েছি)।" আমি বলি, "আপনি তাকে এটি ফেরত দিন। আমি কিন্তু আপনার এ আচরণের কথা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে দেবো!" কিন্তু, তিনি তাকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান।

এরপর আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে সমবেত হওয়ার পর, ওই মুসলিম সৈনিকের সঙ্গে খালিদ কী আচরণ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ

"খালিদ! তুমি তার কাছ থেকে যা নিয়েছিলে, তা তাকে ফিরিয়ে দাও।"

আমি বলি, "কী খালিদ! আপনাকে বলেছিলাম কি না?" আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

وَمَا ذَاكَ

"কী সেটি?"

বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে বলেন,

يَا خَالِدُ لاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا أُمَرَائِيْ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ

"খালিদ! তাকে আর ফেরত দিয়ো না। তোমরা কি আমার নিযুক্ত কমান্ডারদের (বিরক্ত করা) ছাড়বে? তাদের পরিশ্রমের ফল পাবে তোমরা, আর সকল কাজের দায়ভার নেবে তারা?"[১]

ভাষ্যটি আহমাদ ইবনু হাম্বালের।

এ হাদীসের যে বিষয়টি আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে তা হলো, মুসলিম বাহিনী রোমানদের কাছ থেকে বেশ কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে; এ সম্পদ ছিল সেসবের অংশবিশেষ। বিজয়ী হলেই কেবল এক বাহিনী অপর বাহিনীর কাছ থেকে সম্পদ লাভ করে। অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

বুখারির যে বর্ণনাটি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও উল্লেখ আছে যে, খালিদ ﷺ বলেছেন—মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছে, শেষ পর্যন্ত আমার হাতে কেবল একটি ইয়ামানি তরবারি বাকি ছিল।

এ থেকে বোঝা যায়, তারা ওই যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন, নতুবা

---

[১] মুসলিম, অধ্যায়: জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান, পরিচ্ছেদ: শত্রু-বধকারীর অধিকার, হাদীস নং ১৭৫৩; আবূ দাউদ, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: নেতা চাইলে শত্রু-বধকারী সৈনিককে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন, হাদীস নং ২৭১৯, ২৭২০; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/২৬, ২৭, ২৮।

তারা ওই বাহিনীর হাত থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারতেন না। এটিই একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ যে, তারা বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

জা'ফর ﵁-এর মৃত্যুতে নবি ﷺ-এর দুঃখবোধ

[৬৪৫] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জা'ফরের মৃত্যু-সংবাদ আসার পর, আমরা নবি ﷺ-এর চেহারায় দুঃখবোধ দেখতে পাই।'[১]

প্রথম সারির শহীদদের মর্যাদা

জা'ফর ﵁-এর দু হাতের বদলে তাঁকে জান্নাতে দুটি ডানা দেওয়া হয়েছে

[৬৪৬] আমির শা'বি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবনু উমার ﵄ জা'ফর ﵁-এর ছেলেকে অভিবাদন জানানোর সময় বলতেন, "ওহে দু ডানার অধিকারীর ছেলে! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!" '[২]

[৬৪৭] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ مَلَكاً فِيْ الْجَنَّةِ مُضَرَّجَةً قَوَادِمُهُ بِالدِّمَاءِ يَطِيْرُ فِيْ الْجَنَّةِ

"আমি জা'ফর ইবনু আবী তালিবকে জান্নাতে একজন ফেরেশতার রূপে দেখেছি, পায়ে রক্তমাখা, জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে।" '[৩]

---

[১] বুখারি, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মুসিবতের সংবাদ শুনে বসে-যাওয়া ও দুঃখবোধ ফুটে-ওঠা প্রসঙ্গে, হাদীস নং ১২৯৯, ১৩০৫, ৪২৬৩; মুসলিম, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: বিলাপে কঠোরতা, ২/৬৪৪–৬৪৫, হাদীস নং ৯৩৫; নাসাঈ, ৪/১৪–১৫, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা; আহমাদ, আল-মুসনাদ, দ্রষ্টব্য: আল-ফাতহুর রব্বানি, ৮/১১০–১১১; হাকিম, আল-মুস্তাদ্‌রাক, ৩/৪০–৪১, ৩/২০৯, তিনি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, যাহাবি তার সঙ্গে একমত; দেখুন: ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ১/২৯৩।

[২] বুখারি, অধ্যায়: সাহাবিদের মহত্ত্ব, পরিচ্ছেদ: জা'ফর ﵁-এর জীবনচরিত, হাদীস নং ৩৭০৯, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: মূতা যুদ্ধ, হাদীস নং ৪২৬৪; তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৪৭৪; আহমাদ, ফাদাইল, হাদীস নং ১৬৮৪।

[৩] হাকিম, আল-মুস্তাদ্‌রাক, ৩/২০৯। তাবারানির আল-মু'জামুল কাবীর (হাদীস নং ১৪৬৬) ও হাকিমের আল-মুস্তাদ্‌রাক গ্রন্থে কয়েকটি সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইসনাদটি জাইয়িদ (উত্তম)। হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/২৭২) বলেন, 'তাবারানি এটি দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে একটি হাসান।' হাফিজ ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৭/৭৬) বলেন, 'এর ইসনাদটি জাইয়িদ।' আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে, দেখুন: তিরমিযি, অধ্যায়: জীবনচরিত, পরিচ্ছেদ: জা'ফর ﵁-এর জীবনচরিত, হাদীস নং ৩৭৬৭; হাকিম, ৩/২০৯, এ সনদে আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর মাদানি দুর্বল। হাফিজ ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৭/৭৬) বলেন, 'আবূ হুরায়রার হাদীসের দ্বিতীয় আরেকটি সনদ রয়েছে, যা তিরমিযি ও হাকিম বর্ণনা করেছেন; এর ইসনাদটি শক্তিশালী, মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।' আমি বলি, এ হাদীসের আরও কয়েকটি সনদ রয়েছে যা ইবনু সা'দ তার আত-তাবাকাত গ্রন্থে (৪/২৫/২৭) উল্লেখ করেছেন। এসবের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ সাব্যস্ত হয়।

ইবনু আব্বাস ﷺ-এর দ্বিতীয় বর্ণনায়—যার ইসনাদটি জাইয়িদ—আছে:

إِنَّ جَعْفَراً يَطِيْرُ مَعَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ يَدَيْهِ

"জা'ফর জিবরীল ও মীকাঈল ﷺ-এর সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে; তার দুটি ডানা আছে, যা আল্লাহ তাকে তার দুটি হাতের বদলে দিয়েছেন।"

যাইদ ইবনু হারিসা ﷺ

[৬৪৮] বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاسْتَقْبَلَتْنِيْ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتِ قَالَتْ أَنَا لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

"আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। তখন একজন তরুণী আমাকে স্বাগত জানালে, আমি বললাম 'তুমি কার (স্ত্রী)?' সে বলল, 'আমি যাইদ ইবনু হারিসার (স্ত্রী)।' "[১]

তিন সেনাপতির সামষ্টিক মহত্ত্ব

[৬৪৯] আবূ উমামা বাহিলি ﷺ বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ وَأَتَيَا بِي جَبَلًا فَقَالَا لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَا إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ قَالَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُنْشَقَّةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ يَنْهَشَنَّ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادُهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهَرَيْنِ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا فَإِذَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا جَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا آخَرَ فَإِذَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى

আল্লাহই ভালো জানেন।

[১] আলি মুত্তাকি হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ৩৩২৯৯, ৩৩৩০২; উৎস হিসেবে রুইয়ানি, দিয়া (মাকদিসি)-এর আল-মুখতারাহ্ ও ইবনু আসাকিরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাহাবি বলেন, 'এর ইসনাদটি হাসান।' শাইখ আলবানি (আস-সহীহাহ্, হাদীস নং ১৮৫৯) এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

ابْنُ مَرْيَمَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ

"আমি তখন ঘুমে। দু জন লোক এসে আমার দু হাত ধরে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে যান। তারপর আমাকে বলেন, 'আরোহণ করুন!' আমি বলি, 'আমি তো পারব না।' তারা বলেন, 'আমরা আপনার জন্য বিষয়টি সহজ করে দেবো।' এরপর আমি সেখানে উঠি। পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় ওঠার পর তীব্র আওয়াজ শুনতে পাই। জিজ্ঞেস করি, 'এটি কীসের আওয়াজ?' তিনি বলেন, 'এটি জাহান্নামবাসীদের চিৎকার।' তারপর তিনি আমাকে নিয়ে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হন। তাদেরকে নিজেদের হাঁটুর পেছনের পেশিতন্তুর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; চোয়াল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। জানতে চাই, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা ওইসব লোক যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই সিয়াম ভেঙে ফেলে।' "

এরপর আবূ উমামা ﷺ বলেন, 'ইয়াহূদি ও খৃষ্টানরা ব্যর্থ হোক!' বর্ণনাকারী সুলাইম ﷺ বলেন, 'আমি জানি না—এ বাক্যটি আবূ উমামা রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছিলেন, নাকি নিজে থেকে মন্তব্য করেছেন।'

"তারপর তিনি আমাকে একদল লোকের কাছে নিয়ে যান। এদের দেহ অস্বাভাবিক রকমের ফুলে গিয়েছে; সেখান থেকে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে; আর তাদের দৃশ্যও ছিল খুবই বিদঘুটে। জিজ্ঞেস করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো কাফিরদের ওই দল যারা (যুদ্ধে) নিহত হয়েছে।' তারপর তিনি আমাকে অস্বাভাবিক রকমের ফুলে-যাওয়া (আরও) একদল লোকের কাছে নিয়ে যান, যাদের কাছ থেকে অত্যন্ত বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছিল, আর যাদের দেখতেও লাগছিল চরম বিদঘুটে। তাদের দুর্গন্ধ ছিল শৌচাগারের দুর্গন্ধের ন্যায়। জিজ্ঞেস করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী।' তারপর তিনি আমাকে কয়েকজন মহিলার কাছে নিয়ে যান, যাদের স্তনে সাপ দংশন করছে। জিজ্ঞেস করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো ওইসব নারী, যারা (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) নিজেদের সন্তানদের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে।' তারপর তিনি আমাকে একদল শিশুর কাছে নিয়ে যান, যারা দু ঝর্নার মাঝখানে খেলাধুলা করছে। জিজ্ঞেস করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলো মুমিনদের শিশুসন্তান।' তারপর তিনি আমাকে নিয়ে তিনজনের একটি দলের সামনে হাজির হন, যারা (নেশামুক্ত) মদ পান করছেন। জিজ্ঞেস করি, 'এরা কারা?' তিনি বলেন, 'এরা হলেন জা'ফর ইবনু আবী তালিব, যাইদ ইবনু হারিসা ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। তারপর তিনি আমাকে তিনজনের একটি দলের কাছে নিয়ে যান। জিজ্ঞেস করি, 'তাঁরা কারা?' তিনি বলেন, 'তাঁরা হলেন

ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনু মারইয়াম। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'[১]

জা'ফর ﵁-এর পরিবারের দেখাশোনায় নবি ﷺ

[৬৫০] আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(আমার পিতা) জা'ফরের মৃত্যু-সংবাদ আসার পর নবি ﷺ বলেন,

اِصْنَعُوْا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

"তোমরা জা'ফরের পরিবারের লোকদের জন্য খাবার তৈরি করে দাও, কারণ তাদের কাছে যে সংবাদ এসেছে, এর পর তাদের আর খাবার-দাবারের প্রতি মনোযোগ নেই।" '[২]

[৬৫১] আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাতে যাইদ ইবনু হারিসাকে কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে নবি ﷺ বলেন,

فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَأَمِيْرُكُمْ جَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ وَاسْتُشْهِدَ فَأَمِيْرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"যাইদ নিহত হলে তোমাদের কমান্ডার হবে জা'ফর, সে নিহত ও শহীদ হলে তোমাদের কমান্ডার হবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।"

তারা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলে, যাইদ ﵁ ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে লড়াই করেন এবং একপর্যায়ে নিহত হন। তারপর ঝাণ্ডা হাতে নেন জা'ফর ﵁। লড়াইয়ের একপর্যায়ে তিনি নিহত হন। এরপর ঝাণ্ডা হাতে নেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﵁। লড়াইয়ের

---

[১] তাবারানি, হাদীস নং ৭৬৬৬, ৭৬৬৭; ইবনু খুযাইমা, ১৯৮৬; হাকিম, ১/৪৩০ (সংক্ষেপে); বাইহাকি, ৪/২১৬; নাসাঈ, আল-কুবরা, দ্রষ্টব্য: তুহ্ফাতুল আশরাফ, ৪/১৬৬; ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: মাওয়ারিদ, ১৮০০। হাকিম এটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, যাহাবি তার সঙ্গে একমত। হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৭৬–৭৭) বলেন, 'এটি তাবারানি আল-মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআ রাযি কিতাবু দালাইলিন নুবুওয়াহ্ গ্রন্থে দুটি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে একটি সনদের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, বরং এর ইসনাদটি সহীহ।' দেখুন: ইবনু কাসীর, আস-সীরাহ্, ৩/৪৯০, ৪৯১।

[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২০৫; তিরমিযি, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকদের জন্য খাবার তৈরি করা, হাদীস নং ৯৯৮, তিনি বলেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ'; আবূ দাউদ, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকদের জন্য খাবার তৈরি করা, হাদীস নং ৩১৩২; ইবনু মাজাহ, অধ্যায়: জানাযা, পরিচ্ছেদ: মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকদের জন্য খাবার পাঠানো, হাদীস নং ১৬১০; বাইহাকি, ৪/৬১; শাফিয়ি, আল-মুসনাদ, ১/২০৮, কিতাবুল উম্ম, ১/২৭৪; হাকিম, আল-মুস্তাদ্‌রাক, ১/৩৭২, তিনি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, যাহাবি তার সঙ্গে একমত। হাদীসটি সহীহ।

একপর্যায়ে তিনি নিহত হন। তার পর ঝাণ্ডা হাতে নেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ﷺ এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে বিজয় দান করেন।

তাদের সংবাদ নবি ﷺ-এর কাছে পৌঁছুলে, তিনি লোকদের উদ্দেশে বেরিয়ে আসেন। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করে বলেন,

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوْا الْعَدُوَّ وَإِنَّ زَيْداً أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ وَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ

"তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছে। যাইদ ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে লড়াই করতে করতে নিহত/শহীদ হয়েছে। তার পর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে জা'ফর ইবনু আবী তালিব। সে(ও) লড়াই করতে করতে নিহত/শহীদ হয়েছে। তারপর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। সে(ও) লড়াইয়ের একপর্যায়ে নিহত ও শহীদ হয়েছে। তারপর ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি—খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আর আল্লাহ তার মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন।"

এরপর (শোকপ্রকাশের জন্য) তিন দফায় অবকাশ দিয়ে, নবি ﷺ জা'ফরের পরিবারের লোকদের কাছে এসে বলেন,

لاَ تَبْكُوْا عَلٰى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ اُدْعُوْا إِلَيَّ بَنِيْ أَخِيْ

"আজকের পর তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আর কান্নাকাটি করবে না। আমার ভাতিজাদের আমার কাছে নিয়ে আসো।"

তখন আমাদের নিয়ে আসা হয়। আমাদের মাথার চুল হয়ে গিয়েছিল পাখির ছানার চুলের মতো। এ অবস্থা দেখে নবি ﷺ বলেন,

اُدْعُوْا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ

"আমার কাছে নাপিত নিয়ে আসো।"

নাপিত এনে আমাদের মাথা কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নবি ﷺ বলেন,

أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيْهُ عَمِّنَا أَبِيْ طَالِبٍ وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيْهُ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ

"(জা'ফরের ছেলে) মুহাম্মাদ তো দেখতে আমাদের চাচা আবূ তালিবের মতো! আর চেহারা-সুরত ও স্বভাবের দিক দিয়ে আবদুল্লাহ হলো আমার মতো!"

এরপর নবি ﷺ আমার হাত ধরেন এবং তা উপরে তুলে বলেন,

اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَراً فِيْ أَهْلِهِ وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ

"হে আল্লাহ! তুমি জা'ফরের পরিবারে তার যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করে দাও আর আবদুল্লাহ'র ব্যাবসা-বাণিজ্যে বরকত দাও।"

তিনি তিনবার এ দুআটি পাঠ করেন। এমন সময় আমার মা এসে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে, নবি ﷺ বলেন—

اَلْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"তাদের দারিদ্র্যের ভয় করছো? দুনিয়া ও আখিরাতে আমি হলাম তাদের অভিভাবক।"

আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর শান্তি ও করুণা বর্ষণ করুন।'[১]

যাতুস সালাসিল অভিযান

অভিযানের সময়কাল

এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল হিজরতের অষ্টম বছর জুমাদাস সানি মাসে। ইবনু সা'দ ও অধিকাংশ সিরাত-বিশেষজ্ঞের মত এটি। ইবনু আসাকির উল্লেখ করেছেন, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এটি সংঘটিত হয়েছে মূতা যুদ্ধের পর। তবে ইবনু ইসহাকের মতে, তা হয়েছে মূতা যুদ্ধের আগে।[২]

ইয়াযীদের মাধ্যমে উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু ইসহাক বলেন, 'এটি ছিল বুকা, উযরা ও বানুল কাইন গোত্রের এলাকা।' হাফিজ ইবনু হাজার ফাতহুল বারী-তে বলেন, 'ইবনু ইসহাক যেসব গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, এদের অবস্থান ছিল কুদাআ অঞ্চলে।'

এ অভিযানে আবূ বকর ও উমার ﷺ সৈনিক, আর আমর ﷺ সেনাপতি

[৬৫২] আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ

---

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/৪০২, ইসনাদটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ; আবূ দাউদ, অধ্যায়: পরিপাটি থাকা, পরিচ্ছেদ: মাথা ন্যাড়া করা, হাদীস নং ৪১৯২; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা। হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/১৫৬, ১৫৭) বলেন, 'হাদীসটি আহমাদ ও তাবারানি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।' দেখুন: তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস নং ৫২১৬, ৪/৩০০।

[২] দেখুন: ফাতহুল বারী, ৮/৭৪, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: যাতুস সালাসিল যুদ্ধ; আল-ফাতহুর রব্বানি, ২১/১৩৯; যাদুল মাআদ, ৩/৩৮৬। যাতুস সালাসিল (শিকল-বিশিষ্ট) নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যুদ্ধ থেকে কেউ যেন পালাতে না পারে, সে জন্য মুশরিকরা পরস্পরের সঙ্গে (শিকলের) বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল; আরেকটি মত অনুযায়ী, সেখানে সালসাল নামক জলাধার ছিল। ইবনু সা'দ বলেন, এটি যুল-কুরা উপত্যকার পেছনে অবস্থিত। মদীনা ও এ স্থানের মধ্যে ব্যবধান ছিল দশ দিনের পথ।

আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন,

خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِيْ

"তোমার জামা-কাপড় ও অস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসো।"

নির্দেশ পেয়ে আমি তাঁর কাছে এসে দেখি, তিনি ওযু করছেন। দৃষ্টি উঁচিয়ে তিনি আমার দিকে তাকান। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে বলেন,

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلٰى جَيْشٍ فَيُسَلِّمُكَ اللهُ وَيُغْنِمُكَ وَأَرْغَبَ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً

"আমি তোমাকে একটি বাহিনীর দায়িত্ব দিতে চাই; আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন, তোমাকে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) দান করুন এবং সম্পদের প্রতি তোমার সুস্থ আগ্রহ সৃষ্টি করে দিন!"

আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সম্পদ লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। (ইসলাম গ্রহণের) আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থাকতে চাই।" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন,

يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

"আমর! ভালো মানুষের কাছে ভালো সম্পদ থাকা অতি উত্তম।" '[১]

[৬৫৩] আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে যাতুস সালাসিল অভিযানে পাঠান। ওই অভিযানে তার সঙ্গীগণ আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে তার কাছে অনুমতি চাইলে, তিনি তাদের (আগুন জ্বালাতে) নিষেধ করেন। পরে তারা আবূ বকর ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ বকর ﷺ এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বললে, তিনি বলেন, "তাদের মধ্যে যে-ই আগুন জ্বালাবে, আমি ওই আগুনে তাকেই নিক্ষেপ করব।" পরে তারা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলে, তিনি তাদের পরাজিত করেন। তারা পরাজিত শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করতে চাইলে, তিনি তাদের নিষেধ করেন।

---

[১] ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: মাওয়ারিদ, ২২৭৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১৯৭, ২০২; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ২৯৯; হাকিম, আল-মুস্তাদ্‌রাক, ২/২, ২৩৬; কুদাঈ, মুসনাদুশ শিহাব, ১৩১৫। হাকিম এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, যাহাবি তার সঙ্গে একমত। ৪৩৫৮ নং হাদীসের টীকায় হাফিজ ইবনু হাজার (ফাতহুল বারী, ৮/৭৫) বলেন, 'হাদীসটি আহমাদ ও বুখারি আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবূ আওয়ানা, ইবনু হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।' হাইসামি (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/৩৫২, ৩৫৩) বলেন, 'হাদীসটি আহমাদ, তাবারানি (আল-মু'জামুল কাবীর ও আল-আওসাত গ্রন্থে) ও আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ও আবূ ইয়া'লার বর্ণনাকারীগণ বুখারি ও মুসলিমেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

ফিরে এসে তারা নবি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। নবি ﷺ তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, "তাদেরকে আগুন জ্বালানোর অনুমতি দিতে আমার অনীহা ছিল, কারণ তাতে শত্রুবাহিনী দেখে ফেলত যে, মুসলিমদের সংখ্যা অল্প। মুসলিম বাহিনী পরাজিত বাহিনীর পিছু ধাওয়া করুক, সেটিও আমি চাইনি; কারণ তাতে শত্রুদের বাড়তি সেনাদল (reinforcement) এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিত। জবাব শুনে নবি ﷺ তার কাজের প্রশংসা করেন।

তখন আমর ﷺ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?" নবি ﷺ বলেন, "আয়িশা।" আমি জিজ্ঞেস করি, "পুরুষদের মধ্যে?" নবি ﷺ বলেন, "তার পিতা (আবূ বকর)।" আমি জিজ্ঞেস করি, "এরপর কে?" তিনি বলেন, "উমার।" এরপর তিনি কয়েকজন পুরুষের কথা বলেন। ফলে আমি চুপ হয়ে যাই; কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, এভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকলে, নবি ﷺ আমার নাম সবার শেষে উল্লেখ করবেন!'[১]

তায়াম্মুম করে সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায়

[৬৫৪] আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড ঠান্ডার এক রাতে আমার জন্য গোসল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, গোসল করলে আমি মারা যাব। তাই, তায়াম্মুম করে আমার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করি। তারা নবি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে, নবি ﷺ বলেন,

يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ

"আমর! গোসল আবশ্যক অবস্থায় তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছ?"

কী কারণে গোসল থেকে বিরত থেকেছি, নবি ﷺ-কে তা জানিয়ে আমি বলি, "আমি শুনেছি, আল্লাহ বলছেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" (সূরা

---

[১] তিরমিযি, অধ্যায়: জীবনচরিত, পরিচ্ছেদ: আয়িশা'র মহত্ত্ব, হাদীস নং ৩৮৮৬; ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: আল-ইহ্সান, ৭/৩৬, হাদীস নং ৪৫২৩; বুখারি (সংক্ষেপে), অধ্যায়: সাহাবিদের মহত্ত্ব, পরিচ্ছেদ: নবি ﷺ-এর উক্তি 'আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম', হাদীস নং ৩৬৬২, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, হাদীস নং ৪৩৫৮; মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবিদের মহত্ত্ব, পরিচ্ছেদ: আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ-এর মহত্ত্ব, হাদীস নং ২৩৮৪; তিরমিযি, ৩৮৮৫; বাইহাকি, ১০/২৩৩; আহমাদ, ফাদাইলুস সাহাবাহ্, হাদীস নং ১৬৩৭; হাকিম, ৪/১২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২০৩; ইবনু রাহ্ওয়াই; হাকিম, আল-মুস্তাদ্রাক, ৩/৪২–৪৩, তিনি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, যাহাবি তার সঙ্গে একমত। দ্রষ্টব্য: হাফিজ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৮/৭৫।

আন-নিসা ৪:২৯)

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ হেসে দেন এবং কোনও মন্তব্য করেননি।'[১]

অপর একটি ভাষ্য এরূপ: আমর ইবনুল আস ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কাইস থেকে বর্ণিত, 'আমর ﷺ কোনও এক অভিযানে ছিলেন। ওই সময় তারা এমন ঠান্ডার মুখোমুখি হন, যা তারা আগে কখনও দেখেননি। ফজরের সালাতের সময় বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, "আজ রাতে আমার জন্য গোসল আবশ্যক হয়ে পড়েছে; কিন্তু, শপথ আল্লাহর! এমন ঠান্ডা আমি কখনও দেখিনি।" এরপর তিনি উরুর ঊর্ধ্বাংশ ধুয়ে সালাতের জন্য ওযু করেন। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন,

كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْراً وَصَحَابَتَهُ

"আমর ও তার সাহচর্য তোমাদের কাছে কেমন লাগল?"

তারা তার প্রশংসা করে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তার গোসল আবশ্যক ছিল; ওই অবস্থায়ই তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন।" নবি ﷺ আমর ﷺ-কে ডেকে এনে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি ওই ঘটনা ও প্রচণ্ড ঠান্ডার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা আন-নিসা ৪:২৯)

ওই সময় গোসল করলে, আমি মারা পড়তাম।" এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ হেসে দেন।'

নবি ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?

[৬৫৫] আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'যাতুস সালাসিল অভিযানে নবি ﷺ তাকে বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ শেষে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?" তিনি বলেন, "আয়িশা।" আমি বলি, "পুরুষদের মধ্যে?" তিনি বলেন, "তার পিতা (আবূ বকর)।" আমি বলি, "তারপর

---

[১] আবূ দাউদ, অধ্যায়: পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছেদ: প্রচণ্ড ঠান্ডায় মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে, গোসল-আবশ্যক ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করবে?, হাদীস নং ৩৩৪, ৩৩৫; বাইহাকি, ১/২২৫, ২২৬; বুখারি (১/৩৮৫) এটিকে মুআল্লাক রাখলেও হাফিজ ইবনু হাজার এটিকে শক্তিশালী আখ্যায়িত করেছেন। হাকিমের মতে এটি সহীহ (১/১৭৭), যাহাবি তার সঙ্গে একমত। ইবনু হিব্বান, দ্রষ্টব্য: মাওয়ারিদ, সহীহ। মুনিযিরি'র মতে এটি হাসান। দারাকুতনি, ১/১৭৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২০৩–২০৪। আমি বলি, হাদীসটির ইসনাদ সহীহ।

কে?" তিনি বলেন, "তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব।" এরপর তিনি বেশ কয়েকজনের নাম বলেন।'[১]

[১] বুখারি, অধ্যায়: সাহাবিদের মহত্ত্ব, পরিচ্ছেদ: আবূ বকরের মহত্ত্ব, হাদীস নং ৩৬৬২, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: যাতুস সালাসিল যুদ্ধ, হাদীস নং ৪৩৫৮; মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২০৩; তিরমিযি, হাদীস নং ৩৮৮৫।